দৈনিক খবর

তারিখ 26 APR 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

15

# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরানো হচ্ছে

।। খবর রিপোর্ট ।।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনকে অপসারণ করা হচ্ছে। জামায়াত-শিবিরের দাবীর মুখে এটা করা হচ্ছে।

ইসলামী ছাত্র শিবির ও জামায়াত উপাচার্য আলমগীর সিরাজউদ্দিনের পদত্যাগের দাবী জানিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের দাবীর মুখে অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করলে

৪-এর পাতায় দেখুন

## উপাচার্যকে সরানো হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার অধ্যাপক সিরাজউদ্দিনকে উপাচার্য নিয়োগ করে ১৯৮৮ সালের ২৩শে এপ্রিল। অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর আমলে ব্যাপক সন্ত্রাসের ফলে একাধিক ছাত্র নিহত হয় এবং বহু ছাত্র চিরপঙ্গু হয় ও লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আলমগীর সিরাজউদ্দিন দায়িত্ব নিয়ে প্রশংসনীয় দৃঢ়তায় ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি এতে ইসলামী ছাত্র শিবির ছাড়া সকল ছাত্র সংগঠন এবং সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীর প্রশংসা অর্জন করেন। ১৯৮৯ সালের ২২শে জুন অনুষ্ঠিত সিনেটের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে অধ্যাপক সিরাজউদ্দিন সর্বোচ্চ ৭১ ভোট পান। এ বছরের ৭ই জুলাই তাকে ৪ বছরের জন্যে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। গত বছরের ৮ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত চাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভরাডুবি হয়। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য চাকসুতে এবং ৭টি হলের ৬টির সব পদে জয়লাভ করে। একটি মাত্র হলে ছাত্র শিবির জয়ী হয়। এরপর থেকে তারা উপাচার্যের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। চাকসু অভিষেক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পন্ড করার অপচেষ্টা চালায়। এ ছাড়া তারা যখন তখন ধর্মঘট, হরতাল ডেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার প্রয়াস চালায়। শিবির অব্যাহতভাবে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবী জানায়। চাকসু, ছাত্র ঐক্য ও জোট ও অভিভাবকমহল এ দাবীর তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

সরকার গঠনে বিএনপি'কে জামায়াতের নিঃশর্ত সমর্থনের পর থেকে চট্টগ্রামের উপাচার্যকে অপসারণের ব্যাপারে শিবিরের দাবী পুনরায় জোরালো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য আলমগীর সিরাজউদ্দিনকে অপসারণ অথবা পদত্যাগে বাধ্য করা হতে পারে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। জামায়াত তাদের পছন্দসই ৩ জনকে উক্ত পদে নিয়োগেরও প্রস্তাব করেছে। তারা হলেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল আজিজ খান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আর আই চৌধুরী এবং লোক প্রশাসনের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। গত ২৪শে এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ছিল। সেই অনুসারে ২৩শে এপ্রিল হলসমূহও খুলে দেয়া হয়। কিন্তু এদিন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সিন্ডিকেটের জরুরী বৈঠক ডেকে উপাচার্য পুনরায় ১০ দিনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। অপ্রত্যাশিত এ নির্দেশের ফলে উপাচার্যকে বেশ বেকায়দায় পড়তে হয়েছে। তাকে আগামী ২রা মে'র মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামকে জামায়াত শিবিরের দাবীর মুখে অপসারণ করে রাজশাহীর সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এম এ বারীকে সেখানে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে।